পিকেএসএফ পরিক্রমা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ ◤ আষাঢ়-আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গত আগস্টে ঘটে যাওয়া আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত এলাকায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। *বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৮*

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ www.facebook.com/PKSF.org

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের সাথে ইফাদ কান্ট্রি ডিরেক্টরের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর বাংলাদেশে নবনিযুক্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালানটাইন আচানচো ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ড. আচানচো বলেন, পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ইফাদ স্থানীয় জনগণের কৃষি ব্যবস্থা জোরদারকরণে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী। সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই বাংলাদেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদে দুই নতুন মুখ

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদে দু'জন নতুন সদস্য নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম এবং লীলা রশীদ, পিএইচডি-কে পরবর্তী তিন বছরের জন্য পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা অরিজিৎ চৌধুরী এবং ড. মোঃ আবদুল মুঈদের স্থলাভিষিক্ত হন।

ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর কলা ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে, ড. তৌফিক জাপান সরকারের বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ২০০২ সালে শিমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর এবং ২০০৫ সালে টোটোরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৬-০৭ সালে তিনি জাপানের কোবে গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া প্যাসিফিক রিসার্চ সেন্টারে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রামে অংশ নেন। এরপর, তিনি ২০০৭-০৯ সালে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে JSPS ফেলোশিপ লাভ করেন।

লীলা রশীদ, পিএইচডি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক। কর্মজীবনে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগে নানা পদে

ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম

লীলা রশীদ, পিএইচডি

কাজ করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ খাতের নীতি প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারকে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগ এবং এসএমই বিভাগের প্রধান ছিলেন।

লীলা রশীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন। এরপর, তিনি ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কৈশোর কর্মসূচির তৎপরতায় তিন মাসে ৪২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে জুলাই ২০১৯ হতে পিকেএসএফ-এর 'কৈশোর কর্মসূচি' মূল্যবোধ ও নৈতিকতাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমানে ৬৬ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৫৫ জেলার ১৪৩ উপজেলায় সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইটি (কিশোর ও কিশোরী) ক্লাব গঠন করে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ যাবৎ সারা দেশে ৪৯,০৪১ জন মেন্টরের মাধ্যমে মোট ২৭,৪৬৮ কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠিত হয়েছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৭,৮৮,৯২৯ জন।

কৈশোর মেলা ও সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম: জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে উপজেলা পর্যায়ে ৫টি কৈশোর মেলা এবং তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক ৪টি আলোচনা সভা, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক ৫০টি কর্মকাণ্ড, সফট স্কিল ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক ২৩টি প্রশিক্ষণ, ৪টি ম্যারাথন দৌড়, ৩টি সাইকেল র‍্যালি ও ৪৫টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

উঠান বৈঠক, সভা আয়োজন ও বিবিধ কার্যক্রম: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ক্লাবের সদস্য ছাড়াও মেন্টর ও অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে ২,৭৯১টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকসমূহে মোট ৪৯,৫৭২ জন ক্লাব সদস্য, মেন্টর ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ২৮টি উপজেলা সমন্বয় সভা, ১,০৬০টি পাঠচক্র আয়োজন, ৩৬৫ কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ৪২টি বাল্যবিবাহ, ৪৮টি যৌতুক এবং ৮৮টি যৌন হয়রানি, নারী, শিশু এবং প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া, ক্লাব সদস্যরা নিজ উদ্যোগে বাড়ির আশেপাশে চারাগাছ রোপণ বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ এবং ফলজ ও ঔষধি গাছ বিতরণ করে।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন জাকির আহমেদ খান

পিকেএসএফ-এর অষ্টম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান। গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সকালে পিকেএসএফ ভবনে তাকে স্বাগত জানান ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, মুহম্মদ হাসান খালেদ এবং ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

দায়িত্ব গ্রহণের পর জাকির আহমেদ খান পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় তিনি পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

গত ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে তার নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। আগামী তিন বছরের জন্য তিনি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

জাকির আহমেদ খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে যোগদানের পূর্বে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কাজ করেন।

সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও শ্রীলঙ্কা অঞ্চলের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চাকরিকালে তিনি বাংলাদেশ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগ, সংস্থাপন, অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন উর্ধ্বতন পদে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারের পাবলিক সেক্টর ফিন্যান্সিয়াল রিফর্ম প্রোগ্রামে সিনিয়র জাতীয় পরামর্শক হিসেবে এবং জাতিসংঘ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনআইডিও) এবং জাতিসংঘের ইকোনমিক কমিশন ফর ল্যাটিন আমেরিকাতে বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে কাজ করেন তিনি।

জাকির আহমেদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের ভ্রেইয়া (Vrije) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেন। তিনি হুবার্ট হামফ্রে ফেলো হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ডিভেলাপমেন্ট ইকোনমিক্স অ্যান্ড ডিভেলাপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পরিচিতি সভা: পিকেএসএফ-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পরিচিতি সভা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এবং পিকেএসএফ-এর ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। জাকির আহমেদ খান তার বক্তব্যে উদ্ভাবন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের নিয়মিত কাজের মধ্যেই উদ্ভাবনী কৌশল খুঁজে বের করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখনে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ) প্রকল্পের আওতায় গত ১৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প বিষয়ক একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ-সহ উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয় ইউনিয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১৯টি সহযোগী সংস্থা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সম্মাননীয় অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন হলেও হাওর ও উপকূলীয় এলাকার মতো দেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলোতে অতিদারিদ্র্যের হার এখনো অনেক বেশি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৎকালীন মুখ্যসচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে।

বহুমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অতিদারিদ্র্য নিরসনে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পকে একটি উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। তিনি প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

কর্মশালার প্যানেল আলোচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিরাজমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বাস্তব সমাধানের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ -- ঘাত-সহনশীল জীবিকায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তিকরণ, দুর্যোগ এবং জলবায়ু সহনশীলতা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন -- বিষয়ে আলোচনা হয়।

মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত: পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এতে সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক তানভীর সুলতানা প্রকল্পের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশমালা নিয়ে পৃথক দু'টি উপস্থাপনা প্রদান করেন। এতে প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা পর্যায় থেকে নির্বাহী পরিচালক, ফোকাল পার্সন এবং প্রকল্প সমন্বয়কারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উন্মুক্ত আলোচনায় তারা প্রকল্পের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর ৮২টি সক্রিয় সহযোগী সংস্থার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাবাদি নিরীক্ষার জন্য ১৫টি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি (সি.এ.) প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় বিশেষ বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ ও সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বিভূতি ভূষন বিশ্বাস এফসিএ।

সভায় নিরীক্ষা পদ্ধতির ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক দিলীপ কুমার লাহিড়ী এবং সমাপনী বক্তব্য রাখেন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) আঃ খালেক মিঞা।

মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে দেশজুড়ে ২.৩৭ লক্ষ নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় টয়লেট নির্মাণ করেছে পিকেএসএফ

বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ প্রায় নির্মূল হলেও স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন টয়লেট ব্যবহারের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি-এর ৬নং লক্ষ্য পূরণে (বিশুদ্ধ, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন) ২০২১ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার পিকেএসএফ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২১ সাল থেকে 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' শীর্ষক একটি বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে দেশের ৩০ জেলায় ইতিমধ্যে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্তবিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ সময় ৬০ হাজার বাড়িতে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাও স্থাপন করা হয়েছে।

গত ৪ জুলাই ২০২৪ পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত প্রকল্পটির তৃতীয় বার্ষিক সমন্বয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়। সভা সঞ্চালনাকালে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন জানান, বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর ৮৭ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮ বিভাগের ৩০ জেলার ১৮২ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ সমন্বয় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট রোকেয়া আহমেদ এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে সুচিন্তিত, গঠনমূলক আলোচনা করেন।

এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য পাওয়ায় ১১টি সহযোগী সংস্থার ২০টি শাখাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

GPS/GIS-based কর্মশালা: বিগত ১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রস্তুতকৃত GPS/GIS-based Digital M&E System-এর পরিচিতিমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অর্ধদিনব্যাপি এ কর্মশালায় BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তা, নিরীক্ষা, MIS, I&T, ডিজিটালাইজেশন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার প্রথম সেশনে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও BD Rural WASH for HCD Project-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মির্জা মুহাঃ নাজমুল হক।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্প
পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যক্রম পরিদর্শন, মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ বিগত ৮ থেকে ১০ জুলাই ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর BD Rural WASH for HCD প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৪টি সহযোগী সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় তিনি কোস্ট ফাউন্ডেশন, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, আইডিএফ ও প্রশিকা-এর নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক-ক্ষুদ্রঋণ, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত যথাক্রমে নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, চট্টগ্রাম ও বাঁশখালী অঞ্চলে পৃথক ৪টি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ও করণীয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে ৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান প্রকল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদের বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

এ সকল সভায় অন্যান্যদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন এবং BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট (ইঞ্জিনিয়ার) মোঃ জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

পেঁপে বাগানে বস্তায় আদা চাষে সাফল্য রুস্তম আলীর

ছায়াযুক্ত স্থানে চাষ করা যায় বলে আন্তঃফসল হিসেবে বস্তায় আদা চাষ একটি লাভজনক কৃষি প্রযুক্তি।

জয়পুরহাটের কৃষক মোঃ রুস্তম আলী সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশন-এর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে পেঁপে বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে বস্তায় আদা চাষ করে সফলতা পেয়েছেন। তার এ প্রযুক্তি দেখে অনেকেই উৎসাহিত হয়েছেন এবং আগামীতে আন্তঃফসল হিসেবে বা পতিত জায়গায় বস্তায় আদা চাষ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৩৩ জেলার ৯০ উপজেলায় পতিত বা অনাবাদী জমিতে এবং আন্তঃফসল হিসেবে আদা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তায় আদা চাষের সুবিধা হলো এর জন্য আলাদা করে জমির দরকার নেই। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে মাটিবাহিত রোগের আক্রমণ অনেক কম হয়, অন্যদিকে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে বস্তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যায়।

সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশন-এর কারিগরি সহায়তায় মোঃ রুস্তম আলী ১২ শতাংশ জমিতে পেঁপে বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে ১,০০০ বস্তায় আদা চাষ করেন। পেঁপেসহ আদা চাষে তার মোট খরচ হয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। তিনি জমি থেকে পেঁপে বিক্রি শুরু করেন। এ পর্যন্ত ১৩ হাজার টাকার পেঁপে বিক্রি করেছেন রুস্তম আলী। আরও ১ লক্ষ টাকার পেঁপে বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

বরেন্দ্র এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃভরণে খাল খনন করছে ECCCP-Drought প্রকল্প

বাংলাদেশের বরেন্দ্র এলাকায় কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃভরণের লক্ষ্যে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৪ উপজেলায় ১৮ বাস্তবায়নকারী সংস্থা Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুর, খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং Managed Aquifer Recharge (MAR) প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

প্রকল্পটির আওতায় খাল ও পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রম সম্পর্কিত কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২৯ জুলাই হতে ০১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ফোকাল পার্সন এবং প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাদের পুকুর ও খাল পুনঃখনন বিষয়ক 'Pre-work Measurement' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে ১৮টি সংস্থার মোট ১৮৪ জন কর্মকর্তা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

প্রকল্পের আওতায় স্বচ্ছতার সাথে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিগত ০৬-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক 'The Rules of Procurement' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ঘাস চাষাবাদ সম্প্রসারণে কাজ করছে পিকেএসএফ

বাংলাদেশের ১৯টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। একটি গবেষণায় উঠে এসেছে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৬ শতাংশ, যা বিস্তৃত এ এলাকায় গবাদিপ্রাণী পালনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের জমিতে ঘাসের উৎপাদন হয় না বললেই চলে। ফলে গবাদিপ্রাণী পালনের জন্য উপকূলীয় এলাকার খামারিদেরকে খড় ও দানাদার খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। দানাদার খাদ্যের উপর অধিক নির্ভরতা প্রাণিসম্পদের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়। ফলে খামারের লাভের পরিমাণ হ্রাস পায়। উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘাস চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনিস্টিটিউট (বিএলআরআই) লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বিএলআরআই ঘাস-৫ উদ্ভাবন করেছে। বিএলআরআই উদ্ভাবিত এ ঘাস পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকি গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা-এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে ও আধা-বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। খামারি পর্যায়ে উৎপাদিত ঘাসের তথ্য মোতাবেক বছরে হেক্টর প্রতি এ ঘাসের ফলন ৪৫-৫০ টন, যা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদিপ্রাণী পালন বাণিজ্যিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মোবাইলে পেয়ে যাচ্ছেন পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা, রোগবালাইয়ের তথ্য

মৎস্যচাষি আহমদুল্লাহর উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার নীলতাপাড়া গ্রামের মৎস্যচাষি আহমদুল্লাহ নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছচাষ করছেন। আরএমটিপি হতে স্থানীয় সহযোগী সংস্থা জেআরডিএম-এর মাধ্যমে তাকে একটি এয়ারেটর ও আইওটি মেশিন প্রদান করা হয়। তিনি এটি পুকুরের মাঝখানে স্থাপন করেন।

তিনি বলেন, আগে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদির মাত্রা কেমন, তা জানা যেত না। মাছের কোনো রোগবালাই হলে বা কী কারণে রোগ হয়, তাও জানা যেত না। এ প্রযুক্তি স্থাপনের ফলে তিনি এখন মোবাইলের মাধ্যমে সব তথ্য পেয়ে যান। আবার দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এয়ারেটর চালু হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, "যেখানেই থাকি না কেন, আমার মোবাইল ফোনের সঙ্গে মেশিনটি যুক্ত থাকায় সহজেই সব তথ্য জানতে পারি।"

বর্তমানে এ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে অনেক মাছচাষি নিয়মিত এ পুকুর পরিদর্শনে আসছেন। তিনি বলেন, আগে এ পুকুরে বছরে ১১০ মণ মাছ উৎপাদন হতো, যার বাজার মূল্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই পুকুরে অধিক ঘনত্বে কার্পের সাথে পাবদা-গুলশা মাছ চাষ করে এখন ৩৫০ মণ মাছ উৎপাদন হচ্ছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা।

পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কারপূর্বক মাছ চাষ: সমন্বিত কৃষি ইউনিটের একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম

হাজামজা এবং পরিত্যক্ত পুকুর বলতে সেই ধরনের পুকুরকে বোঝানো হয় যেগুলো অনেক দিন ধরে অবহেলিত, অযত্নে পড়ে রয়েছে বা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশবান্ধব মাছ চাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হাজামজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কারপূর্বক মাছ চাষ প্রদর্শনী করা হয়। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৬২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে, ৬,২২৬ শতক পরিত্যক্ত পুকুরকে মাছ চাষের আওতাভুক্ত হয়েছে। এ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় ৬৭টি প্রতিরূপায়ণ হয়েছে এবং ৯টি ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে। এ সকল পুকুর হতে প্রায় ১০২ টন রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, তেলাপিয়া, সরপুঁটি, শিং, মাগুরসহ বিভিন্ন প্রকার দেশি প্রজাতির মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২.০৩ কোটি টাকা। পাশাপাশি, ১,১৬৯ শতক পুকুর পাড় সংস্কারপূর্বক বছরব্যাপী মৌসুমভিত্তিক (রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২) সবজি চাষের আওতাভুক্ত হয়েছে। ফলে, প্রায় ৪১ টন লাউ, শিম, ঝিঙে, কলা, লাল শাক ইত্যাদি শাকসবজি উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ১২.২৯ লক্ষ টাকা।

আগস্টের আকস্মিক বন্যা

ত্রাণ সহায়তা ও পুনর্বাসনে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের তৎপরতা

গত আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উজান থেকে হঠাৎ নেমে আসা ঢলে প্লাবিত হয় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল। সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ জেলার ৭৩ উপজেলা বন্যার কবলে পড়ে। এর মধ্যে কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীর পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

বন্যায় পিকেএসএফ-এর প্রায় ৫০টি সহযোগী সংস্থার ১,৮৬৯টি শাখার কার্যক্রমভুক্ত ১৪.৪১ লক্ষাধিক সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যাক্রান্ত জেলাসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হয়। পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের আটটি দল বন্যা কবলিত জেলাসমূহ পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের জন্য জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উপযুক্ত পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ত্রাণ কার্যক্রম: বন্যাকবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের একদিনের মূল বেতন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। বন্যাকবলিত মানুষকে প্রয়োজনীয় ঔষধ, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, গবাদিপ্রাণির ভ্যাকসিনেশন এবং অন্যান্য কাজে সহায়তা প্রদানে উক্ত অর্থ ব্যয় হয়।

পিকেএসএফ-এর পুনর্বাসন কর্মসূচি: বন্যাকবলিত এলাকার প্রায় ৪৮ শতাংশ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ/আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব গৃহস্থালির পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে ও সুপেয় পানির উৎস শতভাগ দূষিত হয়ে পড়ে। হাঁসমুরগি ও মাছের খামার প্রায় পুরোটাই ধ্বংস হয়।

বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আমন ধান ও সবজি বীজ সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদনসহ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, খামার, টিউবওয়েল ইত্যাদি মেরামতের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে সহজ শর্তে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০ কোটি টাকার আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়; ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে এ সহায়তা ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত হতে পারে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এ অর্থ বিতরণ শুরু করে।

সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যাকবলিত মানুষকে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিছু কিছু সহযোগী সংস্থা পুনর্বাসন কর্মসূচি হিসেবে নিয়মিত আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতনসহ অনুদান প্রদান

পিকেএসএফ: ২ কোটি টাকা

সহযোগী সংস্থা: ১.৮৭ কোটি টাকা

সিদীপ-এর পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গত এলাকার ২৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৫ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, সংস্থা কর্তৃক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাওয়ার স্যালাইন, সাবান, পরিধেয় বস্ত্র এবং নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। সংস্থাটির মোট বিতরণকৃত ত্রাণের আর্থিক মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ও নোয়াখালী জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ত্রাণ ও পুনর্বাসনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন হতে এক দিনের সমপরিমাণ অর্থ, প্রায় ১.৫৭ লক্ষ টাকা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। বন্যাকবলিত মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে গমনে উৎসাহিতকরণ এবং ২০ লক্ষ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা দুর্গত মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

ঘাসফুল-এর ইমার্জেন্সি রেসকিউ টিম তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থার কর্ম এলাকায় বন্যার পানিতে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সংস্থার বিভিন্ন শাখা অফিসে দুর্গত মানুষকে জরুরি আশ্রয় প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতনসহ ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, সংস্থার পক্ষ থেকে ১১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,১১০টি পরিবারকে শুকনো খাদ্য, শিশুখাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী বিতরণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

আরডিআরএস বাংলাদেশ সংস্থার পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত মৌলভীবাজার জেলার ৯০০ পরিবারের মাঝে ১০ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে বাস্তুহীন, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা অসুস্থ, বৃদ্ধ, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা, প্রতিবন্ধী, অসহায় ও অতিদরিদ্র মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। সংস্থার পক্ষ হতে বন্যাকবলিত মানুষকে উদ্ধারের পাশাপাশি প্রায় ২৯ হাজার সদস্যকে জরুরি ত্রাণ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

রাজিয়া আক্তার রাজু। জীবনের ৪৫টি বসন্ত পেরিয়ে গেলেও প্রতিবন্ধিতার অভিশাপে স্বামী-সন্তানবিহীন একাকী জীবন তার। আকস্মিক বন্যার তীব্র স্রোতে ধসে পড়ে তার জীর্ণ ঘরখানা, ভেসে যায় বিছানাপত্র। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মীদের সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্রে সময়মতো নিরাপদে আসতে পারেন তিনি। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ সহায়তা পায় সবাই।

কয়েকদিন পর নেমে যায় বন্যার পানি। পাকা দালানের কোলাহল ছেড়ে রাজু আক্তারকে ফিরে আসতে হয় স্রোতের তীব্রতায় ধুয়ে যাওয়া মাটির ভিটায়। ধসে পড়া কাচা ঘরটির একখানা ভাঙ্গা টিন অর্ধেক গেঁথে আছে কাদায়।

তবে, এখনই হার মানতে রাজি নন তিনি। "সরকার আছে। এনজিও আছে। মনে বল আছে। আবার সব ঠিক করে ফেলবো একদিন," - এভাবেই নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

শক্তি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কর্মীদের একদিনের মোট বেতনের সমপরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদান করা হয়। শক্তি ফাউন্ডেশন সাম্প্রতিক বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা জেলায় দুর্গত মানুষকে নানা রকম সহায়তা প্রদান করেছে। তিনটি 'শক্তি মোবাইল ক্লিনিক'-এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় ৪৯টি হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে শক্তি ফাউন্ডেশন। এসব ক্যাম্পে প্রায় ৭,০০০ জন মানুষকে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়। এছাড়া, নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল এবং কুমিল্লা সিভিল সার্জনের নিকট প্রায় ১ হাজার আই.ভি. স্যালাইন ও ৫ হাজার খাবার স্যালাইনসহ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ প্রদান করা হয়। সংস্থাটি প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ত্রাণ বিতরণ করে।

ফেনী হাজারি রোডের একটি আশ্রয়কেন্দ্র। এক কোণা থেকে ভেসে আসে ছোট্ট এক শিশুর প্রবল কান্না। তীব্রতর শ্বাসকষ্ট আর কান্নার মিশেলে এক ভয়ংকর গোঙানির শব্দ শোনা যায়। শক্তি মেডিকেল টিম পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। টিমের ডাক্তার আব্দুল জলিল প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখতে পায় শিশুটির শরীরে জ্বর প্রায় ১০২ ডিগ্রি। তারা বুঝতে পারে ৬ মাস বয়সী শিশু শিহাব নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। আশ্রয়কেন্দ্রের চারদিকে প্রবল পানির স্রোত। শিহাবের দিনমজুর বাবা সহায় সম্বলহীন দিক্‌ভ্রান্ত। অসুস্থ শিশুকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। শক্তি মেডিকেল টিম শিশুটির চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়। তাদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসায় বন্যার পানি নেমে যেতে যেতেই সুস্থ হয়ে ওঠে শিহাব।

সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) সংস্থার সকল কর্মীর একদিনের বেতনের সমপরিমাণ ১ কোটি টাকা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্গত পরিবারের মধ্যে ৮,০৭১টি শিশুখাদ্যের প্যাকেট এবং প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে রান্না করা খাবার, ২৫,৭১৬ জন মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও অতিপ্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়। বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ৩.৫০ কোটি টাকা অনুদান বরাদ্দ করা হয়।

উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস) বন্যাকবলিত নোয়াখালীর ৫ উপজেলায় দ্রুততার সাথে জরুরি ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। বন্যাকবলিত মানুষদের বিশেষ করে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে সহায়তা করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ইউডিপিএস-এর সকল কর্মীর একদিনের বেতন বাবদ ১.৬০ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

লক্ষ্মীপুরের চররুহিতা গ্রামনিবাসী স্বামীহারা মন্তাজের নেছার বয়স ৭০ বছর। ঘরের মধ্যে পানি প্রায় কোমর সমান। এসএসএস-এর কর্মীর হাত থেকে শুকনো খাবারসহ নানারকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে খুশি হয়ে তিনি বলেন, "আইজগা ১৫ দিন ধরি হানির মইধ্যে হড়ি রইছি। কুনোগা আঙ্গোরে তেরান দিতে আইয়্যঁন। আইজ্জাই পথম তেরান হাইছি। এগিন দিয়ে যে কয় দিন যাইবো!"

ভার্ক বন্যাকবলিত ২০টি শাখার ৪,৯০০ জন প্রান্তিক মানুষের কাছে ১৯ লক্ষ টাকার জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। এ সকল সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, ওরস্যালাইন, বিস্কুট, চিড়া, চিনি, লবণ, মোমবাতি ও দেশলাই। সংস্থাটি প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার ত্রাণ বিতরণ করে।

সাজেদা ফাউন্ডেশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বন্যাদুর্গত দু'টি উপজেলায় বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করে। এছাড়া, **সিসিডিএ, পিডব্লিউএফ, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, মমতা, আপ, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, পপি, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক), উদ্দীপন, প্রত্যাশী, টিএমএসএস, পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পিএমকে), আম্বালা ফাউন্ডেশন, আইডিএফ, কোস্ট ফাউন্ডেশন, বিজ, আরআরএফ, এডিআই, সোপিরেট, বলাকা, রিক, আফিড, এফ.এইচ.পি, ইপসা, প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, এইড-কুমিল্লা এবং পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার** কর্তৃক বন্যাকবলিত এলাকায় প্রায় ৪.৬৮ কোটি টাকা মূল্যের জরুরি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

[সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।]

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বন্যার্তদের মাঝে কৈশোর ক্লাবের ত্রাণ সহায়তা

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যায় দেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নে পিকেএসএফ-এর সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বন্যার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। এ ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন 'কৈশোর কর্মসূচি'র মেন্টর লায়লা ও রনজিদ দাসের পরামর্শ ও 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির সমন্বয়ক জুলফিকার আলীর অনুপ্রেরণায় বন্যার্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১০ হাজার টাকা অনুদান সংগ্রহ করে ৫০ জন বন্যাকবলিত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে।

কিশোর-কিশোরীদের এ মহতি উদ্যোগ এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মতো দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর অন্যান্য সহযোগী সংস্থাও কৈশোর কর্মসূচির মাধ্যমে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতা করে।

'বন্যায় স্যানিটারি ন্যাপকিন পেয়ে কী যে উপকার হইসে আমার!'

আকস্মিক বন্যা। চারদিকে পানি। দোকানপাট, ফার্মেসি - সব বন্ধ। কিন্তু এর মধ্যেও প্রকৃতির নিয়মে কিশোরী ও নারীদের পিরিয়ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত রয়েছে। এ সময় তাদের সবচাইতে বেশি সংকট এবং সংকোচের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রয়োজনের কথা তারা না পেরেছেন কাউকে বলতে, না পেরেছেন নিজেরা স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা করতে। পানি বেড়ে যাওয়ায় অনেকে নিজ বাড়ি ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েছেন। এ সময় ত্রাণের প্রয়োজনের সাথে সাথে স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রয়োজনও কম ছিলোনা। এমন পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শক্তি ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্যকর্মীরা বন্যাদুর্গত এলাকায় নারীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন পৌঁছে দেন।

এ সেবা পাওয়া একজন নারী সুইটি বেগম। তিনি বলেন, "বন্যায় আমাদের ঘরে পানি উঠে যায়। এদিকে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আশেপাশে কোনো দোকান না থাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারছিলাম না। এ সময় শক্তির স্বাস্থ্যকর্মী আমার বাসায় পানি ভেঙ্গে এসে প্যাড (স্যানিটারি ন্যাপকিন) দিয়ে যান। এতে আমার কী যে উপকার হইসে!" শক্তি ফাউন্ডেশন বন্যার শুরু থেকেই কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় বাসা ও আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে এবং মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩,০০০ স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করে।

দেশের ২০০ উপজেলায় সম্প্রসারিত হচ্ছে ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি

টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে পিকেএসএফ। এ কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-তে বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এ কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচি দেশের ৬১ জেলার ১৬১ উপজেলাধীন ১৯৭ ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২৫ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৫৩তম সভায় দেশের ৬৪ জেলার ২০০ উপজেলায় ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি, ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘কৈশোর কর্মসূচি’ সমন্বিতভাবে নতুন কাঠামো অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ ও ‘কৈশোর কর্মসূচি’ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, উন্নয়নে যুব সমাজ, প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ সামাজিক ইস্যুভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শুঁটকি ব্যবস্যায় সাফল্য: গোলপাতার ঘর থেকে টিনশেড বাড়িতে বিলকিস

বিলকিস বেগমের (৩৬) জীবন নিরন্তর সংগ্রামের। ভোলার চরফ্যাশনে বসবাসরত তার ছয় সদস্যের পরিবারটি প্রতিনিয়ত বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং নদী ভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আসছে। বিলকিসের স্বামী পেশায় একজন জেলে। তিনি অন্যের নৌকা চুক্তিতে ভাড়া নিয়ে মাছ ধরেন, যা তাদের আয়ের একমাত্র উৎস।

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় বিলকিস স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন মাছ, মশারি, ফিল্টার নেট, পিভিসি জাল, লবণ, হলুদের গুঁড়া এবং বালতি কেনার জন্য তিনি প্রকল্প থেকে অনুদান পান। বিলকিসের এ শুঁটকি ব্যবসায় বর্তমানে তার ছেলে-মেয়ে-স্বামী সবাই সহযোগিতা করেন। বিগত ২০২৩ সালে বিলকিস শুঁটকি বিক্রি করে প্রায় ৮০ হাজার টাকা আয় করেন।

চলতি বছরে তার আয় দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তিনি এখন আর গোলপাতার ঘরে থাকেন না। শুঁটকি বিক্রির টাকা দিয়ে বিলকিস বেগম এখন একটি টিনশেড ঘর বানিয়েছেন। বিলকিসের সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় প্রায় ২০জন নারী এখন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুঁটকি ব্যবসা শুরু করেছেন।

নতুন গৃহ নির্মাণ ও পুরাতন গৃহ সংস্কারে ৬৩১ কোটি টাকা বিতরণ

পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘আবাসন ঋণ’ শীর্ষক কর্মসূচি বিগত জানুয়ারি ২০১৯ হতে বাস্তবায়ন করছে। ‘আবাসন ঋণ’ কর্মসূচিটি জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি-১১ (টেকসই নগর ও জনপদ) এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ১৯৯৩-এ উল্লিখিত সকল নাগরিকের আবাসন সংক্রান্ত অধিকার নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে কর্মসূচিটি ২৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৪৮ জেলার ৯৫ উপজেলায় ১৯৩ শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৬,২৫৬ জন সদস্যের মাঝে ৬৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

SMART প্রকল্প: ৮০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোগে সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারিত হবে

বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে আগস্ট ২০২৩ থেকে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ-সাশ্রয়ী এবং ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির মোট বাজেট ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ২৫ কোটি মার্কিন ডলার এবং ৫ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে।

SMART প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৪টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৬টি উপ-প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ঋণ হিসেবে মোট ৮৪৬.৫৮ কোটি টাকা এবং অনুদান হিসেবে মোট ৮৬.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ইতোমধ্যে ৪৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নির্বাচন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে কী ধরনের Resource-Efficient and Cleaner Production (RECP) চর্চা বাস্তবায়ন করা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে RECP Baseline Screening and Profiling বিষয়ক একটি পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিগত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও SMART-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।

SMART প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার পূর্বে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য SMART প্রকল্পের আওতায় একটি সমীক্ষা (Situational Analysis) করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিয়োগকৃত পরামর্শক সংস্থা ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ডিটিসিএল) কর্তৃক পরিচালিত এ গবেষণায় বাংলাদেশের ৪১ জেলার ৯টি খাতের ৫,৪৫৭টি ক্ষুদ্র উদ্যোগের ওপর জরিপ করা হয়।

২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে SMART প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে একটি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালার সমাপনী পর্বে বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

এছাড়া, বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল।

জলবায়ু সহনশীল ঘর-বাড়ি নির্মাণ করছে RHL প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এ্যান্ড এ্যাকশন প্ল্যান-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিকেএসএফ উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করছে। উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু সহনশীল ঘর-বাড়ি নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, বসতভিটা উঁচুকরণ প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

বিগত ১০-১৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর ৩৬তম বোর্ড সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রকল্পটি সাতটি উপকূলীয় জেলার -- কক্সবাজার, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা -- প্রায় ৩,৬০,০০০ জন অধিবাসীকে প্রত্যক্ষ ও ৭,৫০,০০০ জন অধিবাসীকে পরোক্ষভাবে উপকৃত করবে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির মোট বাজেট ৪.৯৯ কোটি মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৪.২২ কোটি মার্কিন ডলার প্রকল্প সহায়তা (অনুদান) হিসেবে প্রদান করবে জিসিএফ এবং অবশিষ্ট ৭৭.৮ লক্ষ মার্কিন ডলারের সমপরিমান অর্থ কো-ফাইন্যান্স (ঋণ) ও ইন-কাইন্ড কন্ট্রিবিউশন হিসেবে প্রদান করবে পিকেএসএফ। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের সদস্য নির্বাচনের প্রথম ধাপ হিসেবে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রায় ৮২ হাজার খানা নির্বাচনের জন্য ৩২০০টি PRA পরিচালনা করা হবে। ইতোমধ্যে ২,৫০০টি PRA আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ৭০ হাজার পরিবার প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

বিগত ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে ৩১ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যায় ঘর-বাড়ি ভাঙ্গন রোধে কাজ করছে giz হাওর প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বিপদাপন্ন চারটি অঞ্চলের মধ্যে হাওর অববাহিকা একটি। এ অঞ্চলে বন্যার কারণে সংঘটিত জলাবদ্ধতা, ঘর-বাড়ির ভাঙ্গন, ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হাটিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়। এ বন্যার ঢেউয়ের ফলে ভেঙ্গে যায় হাওরের ঘর-বাড়ি, ক্ষতি হয় ফসলের। ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এ জনপদের মানুষ।

হাওরবাসীর এ বিপদাপন্নতা বিবেচনা করে পিকেএসএফ জার্মান সরকারের IKI Small Grants Programme-এর আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের নির্বাচিত হাটিতে Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে হাটি সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্থানীয় জাতের বৃক্ষরোপণ এবং কমিউনিটি কমন স্পেস উঁচুকরণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে হাটিসমূহকে রক্ষা। হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বিগত মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে জার্মান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা 'মরু'-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলায় একটি 'স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কশপ' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায়

উপস্থিত ছিলেন ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ এবং হোসাইন মোহাম্মদ আল-মুজাহিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। এতে জার্মান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান giz বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে প্রকল্পের কর্মএলাকায় সিসি ব্লক রিভেটমেন্ট ও গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ চলছে।

RAISE প্রকল্প

মার্জিয়ার স্বপ্ন জয়ের গল্প

ছবি: বিশ্বব্যাংক

পরিবারে ছয় বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মার্জিয়া। সবার আদরে বড় হচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ২০১৭ সালে হঠাৎ করে তার বাবা মারা যান। পরিবারে নেমে আসে অভাব-অনটন। বন্ধ হয়ে যায় মার্জিয়ার লেখাপড়া। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে, নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও মার্জিয়া সংসারের হাল ধরার কথা ভাবেন।

ছোটোবেলা থেকেই মার্জিয়ার রান্না এবং বেকিংয়ের ভীষণ শখ ছিল। টুকটাক রান্না করার পাশাপাশি নতুন নতুন রেসিপি তৈরি করতে খুব ভালো লাগে তার। একদিন মার্জিয়া পাশের বাড়ির এক চাচীর কাছে জানতে পারেন যে আরআরএফ, RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মাধ্যমে বেকার তরুণদের বিভিন্ন ট্রেডের ওপর ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

এরপর, আরআরএফ-এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন মার্জিয়া। সেখানে তিনি জানতে পারেন যে তার পছন্দের ট্রেডেও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং এর পাশাপাশি জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণও প্রদান করা হবে। সব কথা শোনার পর মার্জিয়ার মনে হলো তার স্বপ্ন পূরণের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ এসেছে।

মার্জিয়া একজন মাস্টার ক্র্যাফটসপারসন টনি খান-এর তত্ত্বাবধানে 'বেকিং এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রিপারেশন' ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার কথা ভাবেন। মার্জিয়া তার স্বপ্ন পূরণের জন্য আরআরএফ হতে শিক্ষানবিশি ভাতা বাবদ পাওয়া ২১,০০০ টাকা দিয়ে অনলাইনে খাবারের ব্যাবসা শুরু করেন।

ব্যাবসার প্রচার প্রচারণা চালানোর জন্য তিনি ফেইসবুকে Marzia's Dream Kitchen নামে একটি পেইজ খোলেন। ধীরে ধীরে তার খাবারের কথা মানুষ জানতে পারে এবং তার খাবারের প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিন কেক, বিস্কুট, বাংলা খাবার, বিরিয়ানি ও চাইনিজ খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের খাবারের অর্ডার আসে।

অনলাইনে ব্যাবসা ভালো হওয়ায় মার্জিয়া তার পুঁজি বাড়াতে সক্ষম হন। জমানো অর্থ দিয়ে তিনি তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যান। মার্জিয়া এবার যশোর শহরের মধ্যে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে অল্প টাকার মধ্যে একটি ছোটো রেস্টুরেন্ট খোলেন। নাম দেন 'মার্জিয়া'স ড্রিম কিচেন এ্যান্ড বাংলা রেস্তোরা'।

বর্তমানে তিনি প্রতি মাসে ২০-২২ হাজার টাকা আয় করছেন। এভাবেই শূন্য থেকে শুরু করে আজ সংসারের হাল ধরেছেন মার্জিয়া।

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশের শহর (urban) ও শহরতলি (peri-urban) এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৮৩ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী (যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার অধিবাসী এবং প্রতিবন্ধী তরুণ)-এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

Crisis Management in Microfinance Operations (CMMO) প্রশিক্ষণ চালুর লক্ষ্যে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে সভা আয়োজন

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনা করে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা বর্তমানে ১১টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৭টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ১৬১ জন কর্মকর্তাকে ৭টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Crisis Management in Microfinance Operations: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য ৫দিন মেয়াদি 'Crisis Management in Microfinance Operations (CMMO)' শীর্ষক নতুন একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর লক্ষ্যে বিগত ২৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে কার্যক্রম বিভাগের সকল প্যানেল তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সাথে কোর্স উন্নয়ন বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: বর্তমান সময়ের চাহিদা বিবেচনায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি একটি মানসম্পন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর এসইপি প্রকল্প হতে একটি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের লক্ষ্যে বিগত ১৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ADDE SOFT-এর সাথে 'ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম' ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণ আয়োজন বিষয়ক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' শীর্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল উন্নয়ন: গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর সাথে সম্পৃক্ত পিকেএসএফ, ইডকল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জিসিএফ-এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের সহযোগিতায় 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে, ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'প্রশিক্ষণ পুস্তিকা' প্রকাশ: পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা হতে 'প্রশিক্ষণ পুস্তিকা' শীর্ষক একটি প্রকাশনা প্রস্তুত করা হয়েছে। পুস্তিকাটি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের চাহিদাভিত্তিক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স নির্বাচনে সহায়তা করবে।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের দুই জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে জনবল শাখার আয়োজনে ৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ১৬৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময়ে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজারবাইজান-এ The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এবং Government of the Republic of Azerbaijan কর্তৃক আয়োজিত New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) বিষয়ক একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'Human Resource Management' শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩২.০০ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৬৩,৪০৮.৩৫ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৬৯ ভাগ। নিচে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত কর্মসূচি	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখে)
জাগরণ	২০২৬০.৫৫	২০২৬০.৫৫
অগ্রসর	১২২১৯.৭৯	২৭১৭.৪০
সুফলন	১৩৩৬২.৭১	৪৬৪.৫০
বুনিয়াদ	৩৯৩৯.২৭	৫৩৭.৪৫
কেজিএফ	১৭৩৭.১৫	৬০.৫০
সমৃদ্ধি	১৭৬২.৩৩	৫০০.৫৩
এলআরএল	১১০০.০০	১৪৫.২৯
লিফট	২৭৪.৪২	৪৯.৮৩
এসডিএল	৬৯.৮০	১.৪৮
আবাসন	৪০৮.৫০	৩১৭.৬০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৪২৬.২১	১৬৭.২২
মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)	৫৫৫৬০.৭২	৭৯২৯.৫০
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৬
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.০০
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	৬১.৫৪
অগ্রসর-এমডিপি	১৬৯০.৮৭	২৯৩.৬৪
অগ্রসর-এসইপি	৭৬১.০০	৯৫.৩৭
অগ্রসর-রেইজ	১৩৭১.১২	১০৬৮.১৮
অগ্রসর-এমএফসিই	১১৯২.৯৫	১০৮৮.০৬
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	১৩৪৭.৭৯	৮৫৭.৫৮
মোট (প্রকল্পসমূহ)	৭৮৪৭.৬৩	৩৪৮৩.৬০
সর্বমোট	৬৩৪০৮.৩৫	১১৪১৩.১০

টেবিল-২ ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা (কোটি টাকায়) (২০২৪-২৫ অর্থবছরে)	সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা (কোটি টাকায়) (২০২৪-২৫ অর্থবছরে)
জাগরণ	১৩.৫০	২৮২৪.৯৯
অগ্রসর	১৫.০০	৩৮৯৮.৪২
বুনিয়াদ	৩.৫০	১০৭.২০
সুফলন	০.০০	৭৬৯.৫৩
কেজিএফ	০.০০	৫৫.৪৪
লিফট	০.০০	১৩.৯২
সমৃদ্ধি	০.০০	৭৮.৫২
এলআরএল	০.০০	০.৮২
আবাসন	০.০০	২৪.৯০
অন্যান্য	০.০০	৭৮০.৮৬
মোট	৩২.০০	৮৫৫৪.৬০

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে (জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৮৫৫৪.৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৭,৬৮,১৭৬.১৭ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২২ ভাগ।

জুলাই ২০২৪-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৭১,৪০২.১০ কোটি টাকা।

একই সময়ে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মোট সদস্য সংখ্যা ২ কোটি, যার ৯১.৯০ শতাংশই নারী।

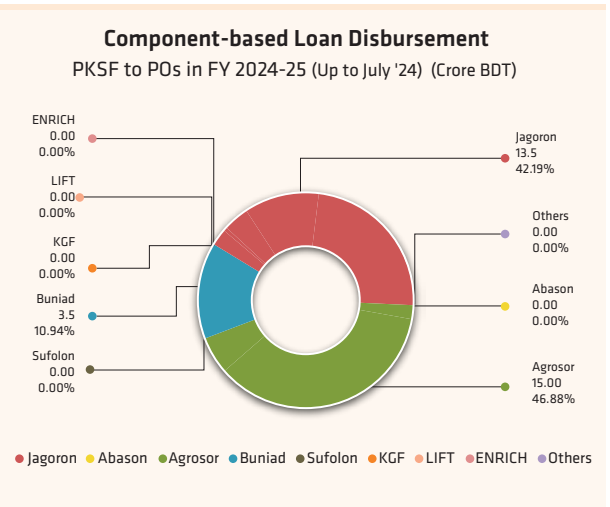

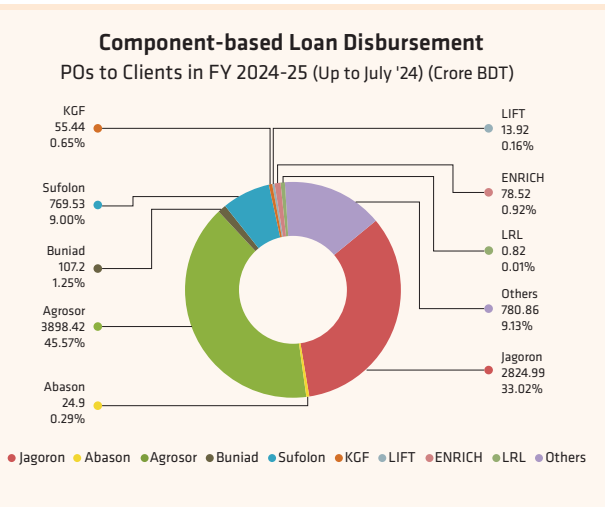

আরএমটিপি'র কার্যক্রমে ইফাদ মিশনের সন্তোষ প্রকাশ

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর নব নিযুক্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেনটাইন আচানচো-এর নেতৃত্বে একটি দল ৯-১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস, জাকস ফাউন্ডেশন ও গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে।

এ সময় তারা বৈচিত্র্যময় মাংসজাত ও দুগ্ধজাতপণ্য, মৎস্যজাতপণ্য, এবং নিরাপদ উপায়ে সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। মিশন টিমটি আরএমটিপি প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, এবং ইফাদ, পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ কোটি মার্কিন ডলার তহবিল সংবলিত পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বর্তমানে ৪৭টি জেলায় ৫৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আরএমটিপি উদ্যোক্তার 'আনসাং উইমেন নেশন বিল্ডার্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' অর্জন

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ করে চলার অভিপ্রায়ে RMTP'র সফল উদ্যোক্তা রেশমাকে দ্যা ডেইলি স্টার ও আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির যৌথ উদ্যোগে 'আনসাং উইমেন নেশন বিল্ডার্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' প্রদান করা হয়।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার হাতে ক্রেস্ট ও ২ লাখ টাকার অর্থ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। স্বামী পরিত্যক্তা রেশমা প্রকল্পের সহায়তায় জৈব সারের কারখানা স্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি গবাদিপ্রাণী ও হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজি চাষ শুরু করেন। সীমিত আর্থিক সংস্থান এবং কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় সংকল্প ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন রেশমা। বর্তমানে তার মাসিক আয় চার লক্ষ টাকার বেশি এবং মোট সম্পদ প্রায় চার কোটি টাকা। রেশমা তার কাজের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজে ক্ষমতায়িত হয়েছেন, তেমনি তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন আরও অনেকে।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মোঃ ফজলুল কাদের
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা পর্ষদ : মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা